তারিখ ... 30 JUL 2014 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৯.....

সাবেক এমপির থাবা শিক্ষকদের বেতনে

নির্দেশ অমান্য করায় বহিষ্কার

■ সৈয়দ সিরাজুল সালেহীন রাহাত, *কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ)*

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীর গচিহাটা পল্লী একাডেমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির অনৈতিক দাবির কারণে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দুই মাস ধরে প্রধান শিক্ষকসহ চারজনকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষকদের অভিযোগ, স্কুলটি সরকারি হওয়ার পর তাদের বেতনের টাকা স্কুলের যৌথ হিসাব নম্বরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আক্তারুজ্জামান রঞ্জন। সেই নির্দেশ অমান্য করায় প্রধান শিক্ষকসহ তিনজনকে নিয়মবহির্ভূতভাবে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে। স্কুলটির জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মেজর (অব.) আক্তারুজ্জামান রঞ্জন কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনের বিএনপিদলীয় সাবেক সাংসদ। নানা কারণে আলোচিত এই সাংসদ দল থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছেন। আক্তারুজ্জামান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, নিয়মিত স্কুলে না আসায় শিক্ষকদের বহিষ্কার করা হয়েছে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের কোনোভাবেই ব্যবস্থাপনা কমিটির ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

সাবেক এমপির থাবা শিক্ষকদের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

সভাপতি বহিষ্কার করতে পারেন না বলে জানিয়েছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাইজু উদ্দিন আকন্দ।

স্কুলে ঢুকতে না পারা শিক্ষকরা হলেন– প্রধান শিক্ষক শামসুন্নাহার বেগম, সহকারী শিক্ষক আসাদ মিয়া, আতাউর রহমান ও সাবিনা আক্তার। তাদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে ২৮ জুন শিক্ষকরা কটিয়াদী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। একই তারিখে তারা পুরো বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন।

শিক্ষক ও স্থানীয়রা জানান, উপজেলার দুলদিয়া ইউনিয়নের গচিহাটা গ্রামে ১৯৮৮ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬৭ জন। এর পাশেই রয়েছে গচিহাটা পল্লী একাডেমির কিন্ডারগার্টেন শাখা, গচিহাটা পল্লী একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয় ও গচিহাটা কলেজ। ২০১৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ হয়। এর আগে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়া হতো। সরকারিভাবে বেতন পাওয়ার আগে সর্বশেষ প্রধান শিক্ষক পেতেন চার হাজার ৭০০ টাকা, আর সহকারী শিক্ষকরা পেতেন চার হাজার ২০০ টাকা।

শিক্ষকরা আরও জানান, ২০১৩ সালে স্কুলটি জাতীয়করণ হলেও চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে তারা সরকারিভাবে বেতন পাওয়া শুরু করেন। আগের চার বছরের বকেয়া হিসাবে শিক্ষকরা একসঙ্গে আরও আট লাখ ৫৭ হাজার টাকা পান। এই টাকাপ্রাপ্তির কথা জানার পরই আক্তারুজ্জামান চার শিক্ষককে ডেকে সমুদয় টাকা যৌথ হিসাবে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। বাধ্য হয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি তারা সোনালী ব্যাংকের কটিয়াদী শাখা থেকে টাকা উত্তোলন করে একই দিন ন্যাশনাল ব্যাংকের গচিহাটা শাখায় স্কুলের যৌথ হিসাবে জমা দেন। হিসাবটি প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়। পরে সভাপতির চাপে প্রধান শিক্ষক কয়েকটি চেকের মাধ্যমে ওই পরিমাণ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে সভাপতিকে দেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সভাপতি আবারও চার শিক্ষককে ডেকে তাদের নিয়মিত বেতনের টাকা যৌথ হিসাবে জমা দিতে বলেন; কিন্তু তারা সভাপতির নির্দেশমতো টাকা জমা থেকে বিরত থাকেন। রমজান মাসে স্কুল বন্ধের সরকারি তারিখ ছিল ২৭ মে থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। ওই ঘটনার সূত্র ধরে সভাপতির নির্দেশে ছয় দিন আগে ২২ মে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১ জুলাই থেকে স্কুল খোলা হয়। বন্ধের দিনই জানিয়ে দেওয়া হয়– সাবিনা আক্তার ছাড়া তিন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। তারা যেন আর স্কুলে না আসেন সে বিষয়েও নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা তিন শিক্ষককে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের কপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর পাঠানো হয়। সেখানে বহিষ্কারের তারিখ ১৬ জুলাই উল্লেখ করা হয়েছে। বহিষ্কারের কারণ হিসেবে শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও স্কুলে নিয়মিত না-আসাসহ অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, সভাপতির চাওয়া– শিক্ষকরা সরকারি বেতন যৌথ হিসেবে জমা দেবেন। তারা স্কুল থেকে আগে যেমন টাকা পেতেন, তার চেয়ে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু শিক্ষকরা সভাপতির কথামতো কাজ না করায় বহিষ্কার করা হয়েছে।

জানা যায়, তিনজনকে বহিষ্কারের পর মাধ্যমিক শাখার প্রধান শিক্ষক জাকিয়া বেগমকে প্রাথমিক শাখার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। রিমা আক্তার, জান্নাতুল ফেরদৌস ও শিখা আক্তার নামে তিন খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান চালানো হচ্ছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শাখার শিক্ষকদের দিয়েও প্রাথমিকের পাঠদান করা হচ্ছে। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, চারজন শিক্ষক স্কুলছাড়া হওয়ার পর থেকে স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। অনেক শিশু স্কুলে যেতে চাচ্ছে না।

শামসুন্নাহার বেগম বলেন, সভাপতির নির্দেশে বকেয়া বেতনের সব টাকা তার হাতে তুলে দিয়েছি। নিয়মিত বেতনের টাকা না দেওয়াই আমাদের অপরাধ। তিনি বলেন, বহিষ্কারের জন্য ১৭টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যার একটিও সত্য নয়। একই কথা বলেন অন্য দুই শিক্ষক। শিক্ষকরা জানান, তারা একাধিকবার স্কুলে প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন; কিন্তু দারোয়ান ও নৈশপ্রহরী দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিকের প্রধান শিক্ষক হয়ে কেন প্রাথমিক শাখার দায়িত্ব পালন করছেন– এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাকিয়া বেগম প্রথমে মুখ খুলতে রাজি হননি। পরে তিনি জানান, বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সভাপতির নির্দেশে বাড়তি দায়িত্ব পালন করছেন।

আক্তারুজ্জামান রঞ্জন সমকালকে বলেন, বকেয়া বেতনের টাকার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ওই টাকা যৌথ হিসাবে জমা দিতে কোনো নির্দেশনাও ছিল না। শিক্ষকরা কথা শুনতেন না। শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণেই মূলত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্কুল কমিটির সভাপতির বহিষ্কারের এখতিয়ার রয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, নিয়ম মেনেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাইজু উদ্দিন আকন্দ বলেন, স্কুল পরিদর্শন করে অচলাবস্থা দেখে এসেছি। সভাপতির এমন আচরণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নজরুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে সমাধানের উপায় খোঁজা হচ্ছে।

কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক আজিমউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কেউ আইন অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পুলিশ দিয়ে শিক্ষকদের স্কুলে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।